মধ্যযুগে ইউরোপের গিল্ড ব্যবস্থাঃ

মধ্যযুগে ইউরোপীয় নগরগুলিতে গড়ে ওঠা একাধিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গিল্ড গুলির স্বাতন্ত্র্য বিশেষ লক্ষ্যনীয়। নগরের ব্যবসা বানিজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বহুমুখী বানিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক রূপে নাগরিক জীবনে গিল্ডের আবির্ভাব হয়। মধ্যযুগে গিল্ড ব্যবস্থার অবতারনা ইউরোপের ইতিহাসে কনো নতুন ঘটনা নয় বলেই কিছু ঐতিহাসিক দাবী করেছেন। তাঁদের মতে প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় গড়ে ওঠা Collegia নামক প্রতিষ্ঠান গুলি অনেকটাই মধ্যযুগীয় গিল্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। রোমের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এগুলো সৃষ্টি হত এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের তত্তাবধানে পরিচালিত হত।সদস্য পদ নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ কারিগরদের বংশানুক্রমিক অধিকারের মধ্যেই সিমাবদ্ধ ছিল। গিল্ডের একটি নির্দিষ্ট শ্রেনী গত চরিত্র বজায় রাখাই এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।শাসক ডায়াক্লেসিয়ানের সময় থেকে জনস্বার্থে গিল্ড গুলির স্বার্থ ক্ষুন্ন করা শুরু হয়। রোমান শাসকদের শোষন এবং ভ্রান্ত নীতির কারনে গিল্ড গুলি ক্রমশ পতনের দিকে এগিয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ রোমের Collegia গুলির শোচনীয় হাল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে গিল্ড ইউরোপীয় সমাজ থেকে পরবর্তী ছয় শতাব্দীর জন্য প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। তবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে আরো কিছুকাল Collegia গুলি টিকেছিল। সেখানে Collegia গুলির প্রধান কাজ ছিল যেকোনো ধরনের শিল্পোৎপাদন, বানিজ্য, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করা।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বাইজান্টাইন সভ্যতার Collegia এর ঐতিহ্য অনুসরন করেই মধ্যযুগে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে গিল্ড ব্যবস্থার পুনরুত্থান হয়। যদিও এই দাবীর সমর্থনে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'guild' শব্দটির উতপত্তি হয়েছে স্যাক্সন শব্দ ' Gilden' থেকে যার অর্থ হল 'উৎপাদন করা'। দুই ধরনের গিল্ড হত – বনিকদের গিল্ড এবং কারিগরদের গিল্ড। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতন উত্তর অন্ধকারময় যুগে পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের একাধিক অর্থনৈতিক গতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের ইতিহাসে গিল্ডের যাত্রা আবার শুরু হয়। তবে মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করেছিল একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে । জার্মানী, ইংল্যান্ড , স্পেন ইত্যাদি দেশে গিল্ডের বলিষ্ঠ অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই পেশাদারী সংগঠনগুলি বনিক এবং কারিগরদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় বনিকরা বৈদেশিক বানিজ্যে সমুদ্রপথে দূরদেশে পারি দিতে ভীষণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করত। যাত্রাপথে পন্য লুঠ হওয়ার পাশাপাশি পথ ভ্রষ্ট হওয়া বা জাহাজ ডুবি ইত্যাদি নানা কারনে প্রানের ঝুঁকি তো ছিলই। তাই একাধিক বনিক একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ ভাবে বানিজ্যাভিযানের পরিকল্পনা গ্রহন করতে শুরু করে এবং এই পরিকল্পনা সদর্থক প্রমানিত হয়। ফল স্বরূপ গিল্ড গঠনের ভাবনা চিন্তা ইউরোপের বনিক মহলে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায় নগরের ব্যবসা-বানিজ্য সচল রাখা, নাগরিক-ক্রেতা সুরক্ষা অক্ষুন্ন রাখা প্রভৃতি বিষয় মাথায় রেখে গিল্ড গঠনের অনুমতি দেওয়া হত নগর প্রশাসনিক স্তর থেকে এবং তা কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নয়, গিল্ড গঠনের অনুমতি পেতো কোনো নগর বিশেষ। একাদশ শতকের শেষে গিল্ড ব্যবুস্থার বিধিনিষেধের কঠরতা কম ছিল। কিন্তু ১৪/১৫ শতক থেকে গিল্ড গুলি মুষ্টিমেয় বনিক স্বার্থ সংরক্ষনেই নিয়োজিত থাকত।

গিল্ডের সদস্য বনিক এবং কারিগরেরা সংঘবদ্ধ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যৌথ স্বার্থ সুরক্ষার নীতি নিয়ে চলত। বনিক সংঘ গুলি প্রাথমিক ভাবে নিজ সদস্যদের জন্য স্থানীয় বাজার গুলিতে একচেটিয়া বানিজ্যিক অধিকার সৃষ্টির চেষ্টা করত। বহিরাগত ব্যবসায়ীদের আটকানোর জন্য কিছু কঠোর নিয়ম নীতি প্রচলিত ছিল। নগরের বানিজ্যিক স্বার্থরক্ষা, বিদেশী বনিকদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ, স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে বিদেশী বনিকদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে বনিক

সংঘ গুলি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাজারে অসম প্রতিযোগীতা রোধ করতে পন্যের মুল্যমান নিয়ন্ত্রনের দিকেও গিল্ডের নজর থাকতো। তাছাড়াও গিল্ডের কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী নিম্নমুখী রাখার জন্য অনেকসময় গিল্ডগুলি খাদ্যশষ্য এবং নিত্য ব্যবহার্য পন্যের দাম নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করত। এই নিয়ে বিভিন্ন নগরের বনিক মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ফ্রান্স, ইতালী, লন্ডন প্রভৃতি দেশে অসংখ্য কারিগরদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, লোহা শিল্প এবং এমন আরো অনেক কারিগরী শিল্পকর্মের জন্য আলাদা আলাদা গিল্ড ছিল। কারীগরী সংগঠনগুলির লক্ষ্য ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করে উতপাদিত পন্যের মান ঠিক রাখা এবং বাজারে তা সঠিক মুল্যে বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখা।

কারিগর গিল্ড বা সংঘ শ্রম বিভাজন তথা পদ বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্মিত হত। গিল্ডের প্রধানকে বলা হত Master Craftman। সবার মধ্যে সর্বাধিক দক্ষ কারিগরই ওই পদ অলংকৃত করতে পারতেন। Master Craftman এর অধীনে যারা কাজ শিখত তাদের বলা হত Apprentice বা শিক্ষানবিশ। প্রায় পাঁচ থেক নয় বছর ধরে চলা শিক্ষানবিশ পর্বে প্রশিক্ষনের সঙ্গে তাদের আশ্রয়, খাদ্য এবং পরিচ্ছদ সব গিল্ড থেকেই দেওয়া হত। এর পরের ধাপে তাদের বলা হত Journeyman। এরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পন্য উৎপাদন করত। Journeyman এর ঠিক উপরেই গিল্ডের অধিকর্তা Master Craftman এর স্থান। Journeyman থেকে Master Craftman হতে গেলে যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার পাশাপাশি গিল্ডের সকল সদস্যের অনুমোদনও লাগত। Journeyman থেকে Master Craftman এ উন্নীত হতে পারলে সেই কারিগর নিজস্ব কর্মশালা খুলে সেখানে শিক্ষানবিশ নিজের মত করে নিয়োগ করে পরিচালনার অধিকার পেত। গিল্ডের নিয়ম লঙঘন করলে জরিমানা সহ উপযুক্ত শাস্তির বিধি ছিল। সব ধরনের গিল্ডই স্থানীয় চার্চের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দুঃস্থ সেবার উদ্দেশ্যে দানধ্যান ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মে নিয়জিত থাকত।

নিজ প্রতিপত্তি বা গুরুত্ব বাড়াতে গিল্ড গুলি শক্তিধর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। সময়ের সাথে সাথে গিল্ডগুলি আরো প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং সেখানে সদস্য পদ লাভ করার নিয়মাবলী কঠোরতর হয়। গিল্ড প্রধানেরা ধনী মধ্যবিত্তের মর্যাদা অর্জন করে। এই নব্য বুর্জোয়ারা গিল্ডের অন্যান্য অধস্তনদের সঙ্গে প্রভু সুলভ আচরন করত। আগে গিল্ড প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতাই ছিল চুরান্ত মানদণ্ড। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভাবের জোরেই অনেকে গিল্ডের মাথা হয়ে বসে। শৈল্পিক বা কারিগরী দক্ষতা সেই সময় গৌন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আবার উল্টোটাও ঘটত, অর্থাৎ গিল্ডের ক্ষমতাধর বনিক হওয়ার সুবাদে রাজনীতি আঙ্গিনায় উজ্জ্বল ভাগ্য নিয়ে প্রবেশাধিকার পেত।

গিল্ডের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর সদস্যদের। সংঘের পুঁজির ভান্ডারে প্রতি সদস্যকে বাধ্যতামুলকভাবে আর্থিক বিনিয়োগ করতে হত। একাদশ শতকেও শহুরে গিল্ডের চরিত্র ছিল গ্রামীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মত সাদা মাটা। দ্বাদশ শতক থেকে ইউরোপে বানিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যবসার ধরন ধারন এবং বানিজ্যের পন্যভিত্তিক বিশেষীকরণের ভিত্তিতে গিল্ড গঠনের উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। এই সময় থেকে শুধু বনিক বা দক্ষ কারিগরই নয়, অন্যান্য পেশায় থেকে নাম জশ পাওয়া (যেমন – ডাক্তার) মানুষও গিল্ডে যোগ দিতে শুরু করেন। সমসাময়িক ব্রিটেনে এহেন রুপরেখায় সংগঠিত প্রায় ১০০ গিল্ডের অস্তিত্ব ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় বড় গিল্ডের নিজস্ব কোর্টে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ – ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নগরগুলিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রবনতা প্রবল হয় এবং গিল্ড গুলি আর্থ-রাজনৈতিক শক্তির জোরে নগর কাউন্সিল গুলিতে কর্তৃত্ব করত।

গিল্ড ব্যবস্থায় অভ্যস্ত অপর একটি বিখ্যাত দেশ ছিল ইটালী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীর বিভিন্ন নগরীতে নবপ্রতিষ্ঠিত কনসুলেট সংশ্লিষ্ট নগরে নির্মিত গিল্ডের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে যত্নবান ছিল। ফ্রান্সের শ্যাম্পেন কাউন্টিতে আয়োজিত বিখ্যাত বানিজ্য মেলায় ইতালীর নিজ দেশের বনিকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে ১৫ টি

ইতালীয় নগরী কনসুলেট গঠন করেছিল। স্পষ্টতই নগর প্রশাসনের অনুকূল মনোভাবের ফলে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ফ্লোরেন্স নগরীতেই প্রায় ২১ টি সুসংগঠিত গিল্ড ছিল এবং একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওই গিল্ড গুলির মধ্যে একটি বস্ত্র উৎপাদকের গিল্ডে কমপক্ষে ৩০ হাজার শ্রমিক কাজ করত। তবে ফ্লোরেন্সে ৭ ধরনের গিল্ড ছিল প্রধান। সবথেকে প্রভাবশালী গিল্ড ছিল বিচারক ও লেখ্য-প্রমাণকদের। তারপরেই স্থান ছিল বণিকদের গিল্ড। এরপর ছিল আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, ছুতোর, মদ ব্যবসায়ী, কামার ইত্যাদি শ্রেনীর মানুষদের এবং এদের মধ্যে কোনও কোনওটি নগর পরিচালনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। সমসাময়িক ফ্ল্যানডার্স, ফ্রান্সের প্যারিস, জার্মানী ইত্যাদি স্থানেও গিল্ড ব্যবস্থা আধিপত্য লক্ষ্য করার মত।দ্বাদশ শতক নাগাদ প্রতিষ্ঠিত উত্তর জার্মানীর হ্যান্সিয়াটিক লীগ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে আনুমানিক ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাল্টিক থেকে উত্তর সাগর অবধি বিস্তৃত বানিজ্য অঞ্চলে একরাট কর্তৃত্ব উপভোগ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক গিল্ডের ইতিহাসের সুবর্ন যুগ বলে মনে করেছেন ঐতিহাসিকবৃন্দ। এই সময়সীমায় ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে নগর প্রশাসন, আর্থিক স্থিতিশীলতা, বিদ্যালয়, গীর্জা, পথঘাট নির্মান এবং আরো বহু প্রগতিশীল কর্মসূচীতে গিল্ডের প্রতিপত্তিশালী বনিক তথা কারিগরদের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইউরোপীয় সমাজ এবং অর্থনীতির সামন্ত তন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের অন্যতম মাধ্যম রূপে এই বিবেচনা করা হয় এই গিল্ড গুলিকে তাদের সুবিস্তৃত বানিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য। তাও এদের সীমাবদ্ধতা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। অতিরিক্ত রক্ষনশীলতা, বানিজ্যিক একাধিপত্য টিকিয়ে রাখার দুর্নিবার বাসনা, সদস্য নির্বাচনে যোগ্যতার উর্দ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিকে মর্যাদা দেওয়া প্রভৃতি কারনে গিল্ড গুলি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল। বনিক গিল্ড বা সংঘ গুলি কালে কালে নগর রাজনীতির প্রভাবশালী অভিজাতদের গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। রাজনৈতিক অধিকার দখলকে কেন্দ্র করে গিল্ড গুলি পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়। সপ্তদশ শতকেও নতুন গিল্ডের উত্থান দেখা গেলেও ষোড়শ শতক থেকেই গিল্ডের ভাগ্যাকাশে অমাবস্যা ঘনাতে শুরু করেছিল। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং জাতিরাষ্ট্রের বিকাশে গিল্ড গুলি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি পুরাতন বনিক শ্রেনী থেকে নবোদ্ভুত পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে বাজার গুলিতে পুঁজির মুক্ত চলাচল গিল্ড গুলিকে আরো পতনের দিকে ঠেলে দেয়।

কারিগরদের গিল্ডের পরিণতি ছিল আরো করুন। নতুন নতুন উৎপাদনী সংস্থা গড়ে উঠতে শুরু করলে Master Craftman রা পুর্ব ক্ষমতা বা সামর্থ্যের জোরে পুঁজিপতি শ্রেনীভুক্ত হতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে শ্রমিকের দলে গিয়ে মেশে Journeyman ও Apprentice রা। অষ্টাদশ শতক থেকে রীতিমত ডিক্রী জারি করে বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্স (১৭৯১), স্পেন (১৮৪০), অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানী (১৮৫৯-৬০), ইতালী (১৮৬৪) ইত্যাদি দেশে গিল্ডের অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়। প্রাচ্যের মুসলমান শাসিত ভূখণ্ড গুলি সহ ভারত, চীন, জাপানের মত কিছু দেশে প্রায় বিংশ শতক অবধি কারিগর সংঘের কার্যকারীতা বজায় ছিল। কিন্তু এগুলিও কারখানা নির্ভর পশ্চিমই পুঁজিবাদের দাপটের মুখে ভেঙ্গে পরেছিল।

রোশনি দে
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
লোকপাড়া মহাবিদ্যালয়
কুলিয়ারা, বীরভুম
তাং – ৫/৫/২০২০